R. N. No. 2532/57

Regd. No. WB/MSD—4

টেলিফোন : ৩৪-১৫৫২
রিপ্রোডাকশন সিন্ডিকেট
ঝকঝকে ছাপা, পরিষ্কার ব্লক ও সুন্দর ডিজাইন
৭-১, বিধান সরণী, কলিকাতা-৬

জঙ্গিপুর সংবাদ

সাপ্তাহিক সংবাদ-পত্র

প্রতিষ্ঠাতা—স্বর্গত শরৎচন্দ্র পণ্ডিত (দাদাঠাকুর)

সরকার কর্তৃক নিয়ন্ত্রিত মূল্যে
সিমেন্টের জন্য
যোগাযোগ করুন
পঃ বঃ সরকার অনুমোদিত ডিলার
এস, কে, রায়
হার্ডওয়ার ষ্টোর্স
রঘুনাথগঞ্জ—মুর্শিদাবাদ
ফোন নং—৪

৬৬শ বর্ষ
৭ম সংখ্যা

রঘুনাথগঞ্জ, ১২ই আষাঢ় বুধবার, ১৩৮৬ সাল।
২৭শে জুন, ১৯৭৯ সাল।

নগদ মূল্য : ২০ পয়সা
বার্ষিক ৯৲, সডাক ১০

এমন দিন কি হবে মা তারা ! তারের বার্তায় এমন ধারা

ধ্রুব চৌধুরী : সেদিন শনিবার, সম্ভবতঃ ১৯ মে। বসে অপেক্ষা করছি ফরক্কা ব্যারেজ ডাকঘরের (৭৪২২১২) তার-বার্তা কাউন্টারে। অবশ্য বেলাটা শনিবারের বারবেলা। অপর প্রান্ত থেকে (বহরমপুর ডি টি ও) ফরাক্কা ডাকঘরের টেলিগ্রাহক যন্ত্রে মোরস সাহেবের সাঙ্কেতিক বাজনা ধরা পড়ছে। সাঙ্কেতিক বাজনার নির্গলিতার্থ হচ্ছে 'শালা বি-সি--...... আহা! এমন দিন কি হবে মা তারা! তারের বার্তায় এমন ধারা। লিখতে শরম হচ্ছে আর যে সব তারবার্তায় দেবভাষা ব্যবহৃত হয়েছে। চমকিয়ে উঠতে হয়েছে, কেন না, এসব ভদ্রলোকের কৃষ্টিবান এবং ভদ্র ছেলে এবং কর্মী তো! দেবতাতুল্য, তাই দেবভাষা। ডাক এবং তার বিভাগের বিশেষ করে তার বিভাগের উপরঅলাদের দৃষ্টি দিয়ে খতিয়ে দেখতে বলা হচ্ছে বহু রকমারি অভিযোগের ব্যবস্থা অবলম্বনের জন্য। কলকাতার সেনট্রাল টেলি অফিসের সরাসরি ঔরসজাত সন্তান বহরমপুর ডি টি ও (ডিপারটমেনটাল টেলিঃ অফিস) কাদের স্বার্থে খোলা হয়েছে? শুধু কি বহরমপুরের জন্যই? নইলে মুর্শিদাবাদ জেলার বাকী টেলিঃ অফিস অবহেলিত কেন? কেন তাদের বার্তা ডি টি ও তে অবহেলিত হয়? আর রবিবারের সময়সূচী কি ডি টি ও ঠিক মেনে চলেন? সেদিন সময়মত উপস্থিত না থেকে অপরের কাঁধে দোষ চাপানর ধৃষ্টতা ডি টি ওর কর্মীদের কোত্থেকে যোগান দেওয়া হয়? শুধু ইউনিয়নবাজী করে, চোখ রাঙিয়ে কর্ত্তব্যকর্ম করা চলে না। বিনয়, নম্রতা এবং শালীনতা বোধ অবশ্যই থাকা উচিত। কর্তৃপক্ষ যদি ব্যবস্থাবলম্বনে ভীত থাকেন তবে তারবার্তা বিভাগ অবিলম্বে বন্ধ করে কর্মীদের বসে বসে মাসোহারা গুণে যান।

জেলায় অপরাধ কমেছে, খুন বেড়েছে

বহরমপুর ২৫ জুন—মুর্শিদাবাদ জেলায় খুন বেড়েছে, কিন্তু সাধারণভাবে অপরাধ কমেছে। আজ এক সাংবাদিক সম্মেলনে এ কথা বলেন পুলিশ সুপার সুলতান সিং। তিনি বলেন, ১৯৭৮ সালে জেলায় ডাকাতি হয়েছে ২০টি, ১৯৭৯ সালে এখন পর্যন্ত ১৩টি। ১৯৭৮ সালের মে মাস পর্যন্ত খুন হয়েছিল ২৪টি। এবার মে মাস পর্যন্ত হয়েছে ৩৪টি (তার মধ্যে এবার শুধু মে মাসেই জঙ্গিপুর মহকুমায় খুন হয়েছে ১৭টি)। পুলিশ সুপার বলেন, সাগরদীঘির নিয়ামত মির্জা ছাড়া জেলার আর কোথাও রাজনৈতিক খুন হয়নি। মাস দুই আগে জেলায় শরিকী সংঘর্ষ বেড়েছিল, এখন নেই। রিলিফ নিয়ে কিছু কিছু ঝামেলা হয়েছিল। এখন সে ঝামেলা নেই বলে পুলিশ সুপার জানান। তিনি আরোও জানান, জেলার কোথাও কোন সাম্প্রদায়িক সংঘর্ষ ঘটেনি। তবে শান্তি শৃঙ্খলা রক্ষার তাগিদে বেলডাঙ্গার হাট অনির্দিষ্টকালের জন্য বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে।

চোর ধরতে পুলিশ গররাজি ঃ অভিযোগ

সাগরদীঘি, ২৫ জুন চোরকে ধরার জন্য বার বার অনুরোধ জানিয়েও রঘুনাথগঞ্জ ও সাগরদীঘি পুলিশের কোন সাহায্য পাওয়া যায়নি বলে এলাহাবাদ ব্যাঙ্কের সাগরদীঘি শাখার প্রহরী অরুণ মুখোপাধ্যায় অভিযোগ করেছেন। তিনি জানিয়েছেন, ২৩ জুন রাত্রে তাঁর বাসা থেকে দশ ভরি সোনার গহনা ও কিছু বাসন-পত্র সমেত সর্বস্ব চুরি যায়। পরদিন রঘুনাথগঞ্জ থানার কোন একটি গ্রামে চোরের সন্ধান পেয়ে তিনি চোর ধরার জন্য রঘুনাথগঞ্জ পুলিশের সাহায্য চান। কিন্তু রঘুনাথগঞ্জ পুলিশ তাঁকে কোন রকম সাহায্য করেনি। এ ব্যাপারে সাগরদীঘি পুলিশও নিষ্ক্রিয় ভূমিকা গ্রহণ করে বলে তিনি অভিযোগ করেন। এদিকে পুলিশের পক্ষ থেকে এই অভিযোগ অস্বীকার করে জানানো হয়েছে, আইনগত বাধার জন্য সঙ্গে সঙ্গে পুলিশের সাহায্য করা সম্ভব হয়নি। পরে সাগরদীঘি পুলিশ এসে তল্লাসি চালায়।

নেতাজী আবক্ষ মূর্তির আবরণ উন্মোচন

ধুলিয়ান, ১৯ জুন—আজ ধুলিয়ান পুরসভা সংলগ্ন নেতাজী শিশু উদ্যানে পুরসভার ৫ কাঠা জমির উপর ১৯ হাজার টাকা ব্যয়ে স্থাপিত নেতাজীর আবক্ষ মূর্তির আবরণ উন্মোচন করেন সংসদ সদস্য ত্রিদিব চৌধুরী। ত্রিদিব বাবু বলেন, ধুলিয়ান ছিল নেতাজীর কর্মস্থল, তাই তিনি এখানে এসেছিলেন। অনুষ্ঠানে পৌরোহিত্য করেন মণি চক্রবর্তী।

পুলিশ কর্মচারীদের সমস্যা পর্যালোচনা

নিজস্ব সংবাদদাতা : ২৪ জুন জঙ্গিপুর এমারজেনসি পুলিশ লাইনে অনুষ্ঠিত পশ্চিমবঙ্গ নন্-গেজেটেড পুলিশ কর্মচারী সমিতির সভায় পুলিশ কর্মচারীদের বিভিন্ন সমস্যা নিয়ে আলোচনা হয়। পৌরোহিত্য করেন তারাপদ চট্টোপাধ্যায়। সভায় আট দফা প্রস্তাব গৃহীত হয় এবং শ্রীকান্ত চক্রবর্তীকে সভাপতি ও রমজান মল্লিককে সম্পাদক করে জঙ্গিপুর মহকুমা কমিটি গঠন করা হয়।

জেলায় সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি অক্ষুণ্ণ আছে

সাগরদীঘি, ২৪ জুন—'মুর্শিদাবাদ জেলায় সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি অক্ষুণ্ণ আছে। এবং সর্বশক্তি দিয়ে এই সম্প্রীতি অক্ষুণ্ণ রাখা হবে।' আজ সাগরদীঘি হাই স্কুলে অনুষ্ঠিত সি পি এম-এর জনসভায় এ কথা বলেন এ বি পি টি এ-র মুর্শিদাবাদ জেলা সম্পাদক অরুণ ভট্টাচার্য। তিনি বলেন, ভারতের বিভিন্ন রাজ্য, এমন কি দিল্লী

(৩য় পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য)

রাজনৈতিক সংঘর্ষ

রঘুনাথগঞ্জ, ২৫ জুন—গতকাল এই থানার বড়শিমূল গ্রামে সি পি এম ও ইন্দিরা কংগ্রেসের দুই দল সমর্থকের সংঘর্ষে ১১ জন আহত হয়েছেন বলে পুলিশ সূত্রে খবর পাওয়া গিয়েছে। জানা গিয়েছে, জমির জাগালদারির বিরোধকে কেন্দ্র করে এই সংঘর্ষ ঘটে। আহতদের আশঙ্কাজনক অবস্থায় হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে। পুলিশের ঔদাসীন্যে এলাকায় অপ্রীতিকর ঘটনা ঘটে চলায় আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়েছে বলে গ্রামবাসীরা অভিযোগ করেছেন।

পাচারকারী নিহত

সাগরদীঘি, ২৫ জুন—২২ জুন রাত্রে এস এম জি আর রোডের হরহরি ফুটবল মাঠের কাছে ২৯ গাঁট বিদেশী কাপড় বোঝাই একটি লরি উল্টে গেলে একজন পাচারকারী নিহত ও পাঁচজন আহত হন। ওই দিন সন্ধ্যায় হরহরি গ্রামের একটি ধানভানা কলে মোটরের ফিতে জড়িয়ে সেলিম সেখ নামে একজন গ্রামবাসী মারা যান। তার একদিন আগে মোরগ্রাম ষ্টেশনে কাপড়ের গাঁট নিয়ে লাইন পার হতে গিয়ে একজন ফেরি-

(শেষ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য)

সর্ব্বেভ্যো দেবেভ্যো নমঃ।

জাঙ্গপুর সংবাদ

১২ই আষাঢ় বুধবার, ১৩৮৬।

বিক্ষোভ ও দমন

ভারতের নানাস্থানে কিছু দিন পূর্ব হইতে যে সি-আর-পি এবং সি-আই-এস-এফ বিক্ষোভ শুরু হইয়াছিল, তাহার তীব্রতা বর্তমানে স্তিমিত হইলেও একেবারে থামে নাই। সামগ্রিকভাবে উহা আধা বিদ্রোহের রূপ লইতে চলিয়াছিল। অগ্নিবর্ষী বন্দুকের নল বিক্ষোভকে কমাইয়াছে সত্য; কিন্তু মানুষের মনে উদ্বেগ-প্রসূত নানা প্রশ্ন আসিয়াছে।

স্বাধীনতা উত্তরকালে এমন দেশীয় আভ্যন্তরীণ অশান্তি দেখা যায় নাই। ব্যাপকতা ও তীব্রতার দিক দিয়া এই বিক্ষোভকে তাই প্রায় বিদ্রোহ বলিতে পারা যায়। ভারতের হৃৎপিণ্ড দিল্লীর উপকণ্ঠে এই বিক্ষোভের শুরু, ক্রমশঃ তাহা কেরল, ভুবনেশ্বর, কোচিন, পণ্ডিচেরী, বোকারো, রাউরকেলা, মাদ্রাজ, শিলং, কাছাড়, অন্ধ্রপ্রদেশ প্রভৃতি স্থানে সংক্রামক ব্যাধির ন্যায় ছড়াইয়া পড়ে। তাহারই ফলশ্রুতি হিসাবে সেনাদলকে নামান হইল। অতঃপর জায়গায় জায়গায় চলিল বিক্ষুব্ধ পক্ষ আর সেনাদলের খণ্ডযুদ্ধ। কিছু প্রাণবলি হইল বৈকি! কোথাও সি-আর-পিরা বরখাস্ত হইলেন এবং সেও নগণ্য সংখ্যক নহে; বহুজনকে নিরস্ত্র করা হইয়াছে। সি-আর-পি ব্যাটালিয়ন ভাঙ্গিয়া দেওয়া হইয়াছে কিছু কিছু স্থানে। অনিবার্য পরিণাম বেকারের সংখ্যাবৃদ্ধি। বিক্ষোভ কিছুটা স্তিমিত হইলেও আগুন ধিকধিকি জ্বলিতেছে, মধ্যপ্রদেশের নিমুচে শহরে সেনা তলব করা হইয়াছে।

দেশের আভ্যন্তরীণ শান্তি ও শৃঙ্খলা রক্ষা পাইলে, পরিস্থিতির তীব্রতা, হ্রাস পাইলে তাহা নিঃসন্দেহ স্বস্তিজনক। কিন্তু যে প্রশ্ন আগেই মনে জাগিয়াছে তাহা এই যে, অসন্তোষ যাহা ছিল তাহার মোকাবিলায় অপারগতা জন্মিল কেন এবং এত বড় হাতিয়ার অর্থাৎ সেনাদলকে প্রয়োগ করা হইল কেন। সি-আর-পি ও সি-আই-এস-এফদের অসন্তোষ একদিনে সৃষ্ট হয় নাই। তাঁহাদের বিভিন্ন দাবী লইয়া উপযুক্ত আলোচনাদির ব্যবস্থার অনুকূল পরিবেশ আসিতেছে বুঝিলে তাঁহারাও তো রক্ত-মাংসের মানুষ, বিপদের ঝুঁকি লওয়ার পথে নিশ্চয়ই নামিতেন না। সরকার পক্ষ হইতে কঠোর দমন নীতি চালাইয়া একধারে প্রাণ বলি, অন্যধারে বরখাস্ত ছাঁটাই প্রভৃতি সংঘটিত হইল। দেশশাসন শুধু দমনে হয় না, ইহাতে দূরদর্শিতারও যথেষ্ট প্রয়োজন আছে। কাজেই উল্লেখিত বিক্ষোভের ব্যাপারে এই দূরদর্শিতার অভাব সূচিত হইয়াছে বলিয়া অনেকের ধারণা।

চিঠি-পত্র

(মতামত পত্রলেখকের নিজস্ব)

জেলা শাসক সমীপেষু

মুর্শিদাবাদ জেলা সাংবাদিক সংঘের পক্ষ থেকে গভীর দুঃখ ও বিক্ষোভের সঙ্গে এই স্মারকপত্র আমর আপনাকে পাঠাচ্ছি। আপনি সম্ভবতঃ অবগত আছেন যে, মুর্শিদাবাদ জেলায় সরকারী বিজ্ঞাপন বণ্টনের ব্যাপারে জেলা সাংবাদিক সংঘ দীর্ঘদিন ধরে যুক্তি ও তথ্যভিত্তিক অসন্তোষ প্রকাশ করে আসছে। গত ১৬১২।৭৮ তারিখে আমাদের কার্যকরী সমিতি এ জেলায় সরকারী বিজ্ঞাপন বণ্টনের ব্যাপারে বৈষম্যের প্রতিবাদ জানিয়ে এবং দ্রুত প্রতিবিধান দাবী করে একটি প্রস্তাব গ্রহণ করে। পরবর্তীকালে গত ফেব্রুয়ারী মাসে জেলা সাংবাদিক সংঘের একবিংশতি সম্মেলনেও এই মর্মে একটি প্রস্তাব গৃহীত হয় এবং গত ১৬ মার্চ তারিখে জেলা প্রেস-বিজ্ঞাপন উপদেষ্টা কমিটির সভাপতি হিসাবে আপনার কাছে এই প্রস্তাবের ভিত্তিতে একটি স্মারকপত্র পেশ করা হয়। দুঃখের বিষয়, আজ পর্যন্ত সে বিষয়ে কোনো যথোপযুক্ত প্রতিবিধান হয়নি। এর আগে পর্যন্ত এ বিষয়ে সরকারী বক্তব্য ছিল এই যে, প্রয়োজনীয় অনুসন্ধান সাপেক্ষে পূর্ববর্ত্তী সরকারের স্থিতাবস্থাই বজায় রাখা হয়েছে। সেজন্য বিজ্ঞাপন পাবার উপযুক্ত অন্যান্য পত্রিকাতে সরকারী বিজ্ঞাপন দেওয়া যাচ্ছেনা। অথচ 'মুর্শিদাবাদ বার্তা' পত্রিকা কোন অনুসন্ধান ছাড়াই বর্তমান বাম সরকার ক্ষমতায় আসার পরের মাস থেকে নিয়মিত সরকারি বিজ্ঞাপন পেয়ে আসছে। এর কি বিধিসম্মত ব্যাখ্যা বা যুক্তি থাকতে পারে, তা আমাদের জানা নেই। আশ্চর্যের বিষয়, জেলা বিজ্ঞাপন উপদেষ্টা কমিটির গত ১৪ মে অনুষ্ঠিত সভায় বৈষম্যমূলক বিজ্ঞাপন নীতিকে আরও বেশী জোরদার করা হয়েছে, রাজ্য তথ্যমন্ত্রীর ঘোষিত বিজ্ঞাপন-নীতি অনুসারে বিজ্ঞাপন পাবার সমস্ত যোগ্যতা থাকা সত্ত্বেও মিথ্যে অজুহাতে 'অনীক' 'গণকণ্ঠ' ও 'ঝড়' পত্রিকাকে বিজ্ঞাপন থেকে বঞ্চিত করার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়েছে এবং জেলার অন্যান্য পত্রিকার ক্ষেত্রেও অযৌক্তিক ও বৈষম্যমূলক নীতি গৃহীত হয়েছে। এমতাবস্থায় আমরা মনে করি, এ জেলায় সরকারী বিজ্ঞাপন বণ্টনের ক্ষেত্রে যে চরম বৈষম্যমূলক নীতি অনুসৃত হচ্ছে, তা রাজ্য তথ্যমন্ত্রী ঘোষিত বিজ্ঞাপন নীতির পুরোপুরি বিরোধী, অগণতান্ত্রিক এবং অন্যায়। আমরা আবার এ ব্যাপারে তীব্র প্রতিবাদ জ্ঞাপন করছি। এবং অবিলম্বে সমস্ত বৈষম্যের অবসান ঘটিয়ে ঘোষিত সরকারী নীতি অনুসারে সরকারী বিজ্ঞাপন বণ্টনের দাবী জানাচ্ছি। এ প্রসঙ্গে আমরা আরো জানিয়ে দিতে চাই যে, গত ১০ জুন অনুষ্ঠিত জেলা সাংবাদিক সংঘের বিশেষ সাধারণ সভায় গৃহীত সিদ্ধান্ত অনুসারে, আগামী একমাস ধরে জেলার সমস্ত পত্র-পত্রিকায় এ জেলার বৈষম্যমূলক সরকারী বিজ্ঞাপন নীতির স্বরূপ উৎঘাটন ক'রে এবং এর বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানিয়ে ব্যাপক প্রচার ও আন্দোলনের প্রস্তুতি চালানো হবে। এবং একমাসের মধ্যে এ ব্যাপারে যথোপযুক্ত প্রতিবিধান না হলে সাংবাদিক সং! জেলার সমস্ত সরকারী অনুষ্ঠান ও সাংবাদিক সম্মেলন বয়কট করার কর্মসূচী গ্রহণ করার এবং তাতেও ফল না পাওয়া গেলে আন্দোলনের পরবর্তী পর্যায় হিসেবে অবস্থান ও অনশন ধর্মঘটের কর্মসূচী গ্রহণ করার কথাও সাংবাদিক সংঘ বিবেচনা করে দেখবে। আমরা এখনও আশা করছি যে, আপনাদের শুভবুদ্ধির, উদয় হবে এবং আপনাদের বিজ্ঞাপন উপদেষ্টা কমিটি অগণতান্ত্রিক, আমলাতান্ত্রিক ও দলীয় দৃষ্টিভঙ্গি-ভিত্তিক বর্তমান বিজ্ঞাপন নীতি বর্জন ক'রে গণতান্ত্রিক ও ক্ষমতাভিত্তিক বিজ্ঞাপন নীতি অনুসরণ করবেন।

—কমল বন্দ্যোপাধ্যায়, সভাপতি ও বিজন ভট্টাচার্য্য, সাধারণ সম্পাদক, মুর্শিদাবাদ জেলা সাংবাদিক সংঘ।

বিয়ে বাড়ীতে হামলা প্রসঙ্গে

১৩ জুন তারিখের জঙ্গিপুর সংবাদে 'বিয়ে বাড়িতে হামলা' শীর্ষক সংবাদের প্রতি আমাদের দৃষ্টি আকর্ষিত হয়েছে। এ প্রসঙ্গে আমাদের কিছু বক্তব্য আছে। প্রথমেই উক্ত সংবাদের যা বিকৃত এবং আমাদের ক্লাবের সুনামকে কালিমালিপ্ত করার এক জঘন্য অপপ্রয়াস, তার তীব্র প্রতিবাদ করি। একটি তুচ্ছ ঘটনাকে উদ্দেশ্য প্রণোদিতভাবে বড় করে দেখানো হয়েছে। সঙ্গত কারণেই আমরা জঙ্গিপুরবাসীকে প্রকৃত ঘটনা উপলব্ধি করাবার প্রয়োজনীয়তা অনুভব করছি। একজন দুঃস্থা মহিলার অনুরোধে তার কন্যার বিবাহের জন্য কিছু সাহায্যের আবেদন নিয়ে আমাদের ক্লাবের কয়েকজন সদস্য সেদিন বিবাহ আসরে যায়। তারা গৃহস্বামীর অনুমোদন নিয়েই সেখানে যায় এবং এই সাহায্য চাওয়ার পেছনে যে মানবিক কারণ ছিল, আনন্দের বিষয় গৃহস্বামী এবং প্রায় সকল বরযাত্রীই তা হৃদয়ঙ্গম করেন এবং সাহায্যের প্রতিশ্রুতি দেন। কিন্তু দুর্ভাগ্যবশতঃ সামান্য কয়েকজন বরযাত্রী সেই সময়ে বিনা কারণে এবং অশালীনভাবে আমাদের সভ্যগণের প্রতি কটু মন্তব্য করতে থাকেন। আমাদের মধ্যে কেউ কেউ তার প্রতিবাদ করলে তাঁরা অযথা উত্তেজিত হয়ে পড়েন। ঠিক সেই সময়ে বৈদ্যুতিক গোলোযোগের জন্য আলো নিভে যায় এবং এক অপ্রীতিকর পরিবেশের সৃষ্টি হয়। আমাদের সভ্যরা ক্ষুণ্ণ মনে ফিরে আসেন। সুতরাং জানালা ও আসবাবপত্র ভাঙ্গার যে সংবাদ দেওয়া হয়েছে তা সম্পূর্ণ ভিত্তিহীন। এই প্রসঙ্গে একথাও জানাচ্ছি যে, আমরা এর আগে কয়েকটি বিয়েতে অর্থ সাহায্য নিয়েছি ঠিক, তবে সেই অর্থ সৎপথে ব্যয়িত হয়েছে। তাঁরা স্বেচ্ছায় এই অর্থ দিয়েছেন। আমরা কয়েকজন বিশিষ্ট ব্যক্তির পৃষ্ঠপোষকতায় এই ক্লাব গড়ে তুলি। খেলাধূলা ও সমাজসেবা আমাদের

(৩য় পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।)

(২য় পৃষ্ঠার পর)

মূল উদ্দেশ্য। এই শহরে ১৯৭৮ সালে অনুষ্ঠিত সর্বপ্রথম ক্রিকেট লীগ তার প্রমাণ। স্থানীয় জনসাধারণের কাছে আমাদের আবেদন, কিছু ভদ্রসন্তানের উপর আরোপিত হামল, ডাকাতি ও ছিনতাই এর বদনামে তাঁরা যেন বিভ্রান্ত না হন। উক্ত ঘটনায় আমাদের পক্ষে যদি কোন অনিচ্ছাকৃত ত্রুটি ঘটে থাকে, তার জন্য আমরা আন্তরিক ভাবে দুঃখিত।—ডায়ামণ্ড ক্লাবের পক্ষে উজ্জল দাস, রঘুনাথগঞ্জ।

সংবাদদাতার বক্তব্য : কোন ক্লাব, প্রতিষ্ঠান বা ব্যক্তি বিশেষের প্রতি অযথা দোষারোপ সাংবাদপত্রের ধর্ম নয়। ৭ জুন রাত্রে বিয়ে বাড়ীতে হামলা সম্পর্কে রঘুনাথগঞ্জ থানায় ডায়ামণ্ড ক্লাবের বিরুদ্ধে ৮ জুন তারিখে লিপিবদ্ধ অভিযোগ সেই কথাই প্রমাণ করে। খবরটি সংবাদ পত্রের মনগড়া নয়, পুলিশ সূত্রেণ। পুলিশ এ ব্যাপারে দু'জনকে গ্রেপ্তার করেছিল। পরে বিয়ে বাড়ীর লোকেদের অনুরোধে তাদের ছেড়ে দেওয়া হয়েছিল। ডায়ামণ্ড ক্লাবের সদস্যরা থানায় গিয়ে সংবাদের সত্যতা যাচাই করতে পারেন।

সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি অক্ষুন্ন

(১ম পৃষ্ঠার পর)

হাতছাড়া হয়ে যাবার আশঙ্কায় ফ্যাসিবাদী শক্তি মাথাচারা দিচ্ছে। বামফ্রন্ট সরকার ও দেশের জনগণ এই চক্রান্তের বিরুদ্ধে ঐক্যবদ্ধ হচ্ছে।' অন্যান্য বক্তাদের মধ্যে ছিলেন জেলা পরিষদের সদস্য গিয়াসুদ্দিন মিরজা, পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি কানাই চক্রবর্তী ও অন্যতম সংগঠক শৈলজা রায়।

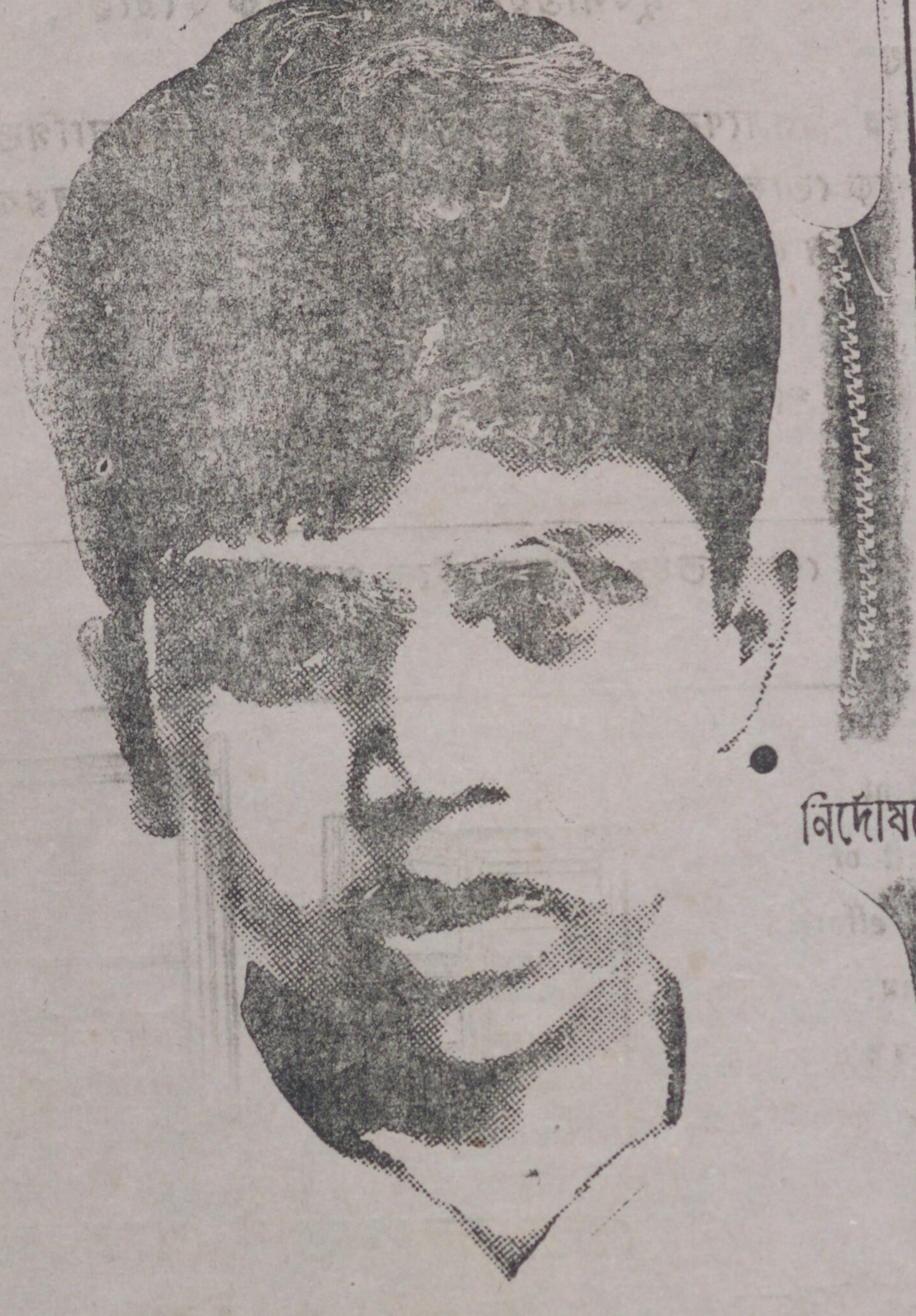

ধর্ম ভিন্ন ভিন্ন
কিন্তু জাতি ঐক্যবদ্ধ

এই আমাদের গৌরব

বৈচিত্র্যের মধ্যে ঐক্যের জন্য ভারত বিশ্বে চিরকাল শ্রদ্ধার আসন পেয়ে এসেছে। এ দেশে সব কটি ধর্মের অনুগামী আছেন এবং আমাদের সংবিধানে তাঁদের প্রত্যেকের সম-অধিকার ও ব্যক্তিগত মর্যাদা স্বীকৃত।

ধর্ম হল পবিত্র বিষয়। ধর্ম উপলক্ষ্য করে কারও কোনও অসদুদ্দেশ্য সিদ্ধ হতে দেওয়া হবে না।

ভদ্র সজ্জন নাগরিকরা বিভ্রান্তি, উত্তেজনা ও সাম্প্রদায়িক হিংসার প্ররোচকদের নীরবে দীর্ঘকাল বরদাস্ত করে এসেছেন।

আইন শৃঙ্খলা যখনই ভেঙেছে তার মূল্য দিতে হয়েছে আইনমান্যকারী নাগরিকদের। একটি নয় দুটি নয়, অসংখ্য পরিবার দৈনন্দিন প্রয়োজনের সামগ্রী থেকে বঞ্চিত হয়েছেন। ছেলেমেয়েদের লেখাপড়ায় বাধা পড়েছে, শ্রমজীবীদের জীবিকা ও ব্যবসায়ীদের আয়ের পথ রুদ্ধ হয়েছে। আমাদের সকলের স্বার্থ জলাঞ্জলি দিয়ে সর্বজনীন সম্পত্তি নষ্ট ভ্রষ্ট করা হয়েছে।

নির্দোষকে এর পরিণাম ভুগতে হবে কেন ?

প্রধানমন্ত্রী বলেছেন যে বিভিন্ন ধর্মে বিশ্বাসী নাগরিকদের অভিন্ন অধিকারে কাউকে কোনও হস্তক্ষেপ করতে দেওয়া হবে না। এ ব্যাপারে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের কর্তব্যচ্যুতি কঠোরভাবে বিচার করা হবে।

আসুন আমরা শান্তি ও সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি দৃঢ়মূল করতে সচেষ্ট হই

সাম্প্রদায়িক ঐক্য ক্ষুন্নকারী সমাজবিরোধীদের প্রতিরোধ করুন

davp 78/46

বাড়ী বিক্রয়

রঘুনাথগঞ্জ বাজারপাড়া ভদ্রপল্লীতে সদর রাস্তার উপর ৯ শতক জায়গায় বাড়ী ও তৎসংলগ্ন ১০ শতক জায়গা বিক্রী আছে। ক্রয়েচ্ছু ব্যক্তিগণ নিম্ন ঠিকানায় যোগাযোগ করুন।
—চিত্ত মুখোপাধ্যায়, এ্যাডভোকেট, রঘুনাথগঞ্জ।

পাচারকারী নিহত

(প্রথম পৃষ্ঠার পর)

ওয়াগা ট্রেনে কাটা পড়ে মারা যান। আজ সকালে সাগরদীঘি ও মোরগ্রাম ষ্টেশনের মাঝে জালবান্ধার কাছে রেল লাইনের ধারে অজ্ঞাত পরিচয় এক যুবকের মৃতদেহ পড়ে থাকতে দেখা যায়। ২২ জুন এই থানার ব্রাহ্মণীগ্রামে উদ্বন্ধনে একজন গৃহবধূ আত্মহত্যা করেন বলে জানা যায়।

মায়ের চোখের সামনে

রঘুনাথগঞ্জ, ২৪ জুন— আজ ভাগীরথীতে স্নান করতে গিয়ে মায়ের চোখের সামনে বরাহনগরের অপূর্ব সাহা নামে এক যুবক ডুবে মারা যায়।

শিক্ষক আবশ্যক

অতিরিক্ত পদে একজন শিক্ষণ-প্রাপ্ত জীববিজ্ঞান শিক্ষক প্রয়োজন। ১০ দিনের মধ্যে সম্পাদক, পারদেওনাপুর জুনিয়ার হাই মাদ্রাসা, পোঃ দেওনাপুর, জেলা মুর্শিদাবাদ এই ঠিকানায় আবেদন করুন।

সবার প্রিয় চা—
চা ভাণ্ডার
রঘুনাথগঞ্জ সদরঘাট
ফোন—১৬

বহরমপুর—ফরাক্কা ও
বহরমপুর—রঘুনাথগঞ্জ ভায়া
সাগরদীঘি রুটে স্বাচ্ছন্দ্যে যাতায়াতের
জন্য নির্ভরযোগ্য বাস
লেশার বাস সারভিস
(ভারতের যে কোন স্থানে ভ্রমণের জন্য রিজারভ দেওয়া হয়)

সকলের প্রিয় এবং
বাজারের সেরা
ভারত বেকারীর
শ্লাইজ ব্রেড
মিয়াপুর * ঘোড়শালা
মুর্শিদাবাদ

ক্যালকাটা সাইকেল ষ্টোর
(জগন্নাথের সাইকেলের দোকান)
রঘুনাথগঞ্জ ফুলতলা (মুর্শিদাবাদ)
বাজার অপেক্ষা সুলভে সমস্ত প্রকার সাইকেল, রিক্সা স্পেয়ার পার্টস বিক্রয় ও মেরামতির নির্ভরযোগ্য প্রতিষ্ঠান

জনগণই আমাদের শক্তির উৎস

বামফ্রন্ট সরকার ৩৬ দফা কর্মসূচী রূপায়ণে জনগণের গণতান্ত্রিক অধিকার, রাজনৈতিক দলগুলির সভা, সমিতির সংগঠন ও আন্দোলন করার পূর্ণ অধিকার ফিরিয়ে দিয়েছেন।

গ্রাম শহরের শ্রমজীবি মানুষ তাঁদের গণতান্ত্রিক ও আর্থিক অধিকার প্রতিষ্ঠা করছেন। ক্ষেত মজুররা বিধিসঙ্গত নিম্নতম মজুরী আদায় করছেন। বর্গাদাররা 'অপারেশন বর্গায়' পাচ্ছেন বর্গারস্থ । নির্বাচিত পঞ্চায়েতগুলির মাধ্যমে সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দিয়েছেন বামফ্রন্ট সরকার। গ্রামীণ জনজীবনে আজ এসেছে এক নতুন আত্মবিশ্বাসের জোয়ার।

শ্রমিকশ্রেণী অর্থ-নৈতিক দাবিদাওয়ার ও অধিকার প্রতিষ্ঠার লড়াইয়ে হচ্ছেন জয়যুক্ত। ট্রেড ইউনিয়ন আন্দোলনে এসেছে নতুন জোয়ার।

বামফ্রন্ট সরকার শিক্ষা ব্যবস্থায় নৈরাজ্যের অবসান ও সুস্থ সংস্কৃতির বিকাশে দৃঢ় সংকল্প।

পশ্চিমবঙ্গের অগ্রগতির পথ কুসুমাস্তীর্ণ নয়। বেকার সমস্যা, বিদ্যুৎ সমস্যা ও নানাপ্রকার সমস্যার সুষ্ঠু সমাধানে স্বল্পমেয়াদী ও দীর্ঘমেয়াদী অনেকগুলি ব্যবস্থাই নিয়েছেন বামফ্রন্ট সরকার।

গ্রাম-শহরের কায়েমী স্বার্থ ও জনগণের শত্রুরা গণআন্দোলনের আঘাতে আতঙ্কিত। তাই তার মুখপাত্ররা আর্তনাদ সুরু করেছেন, ধুয়ো তুলছেন আইন ও শৃঙ্খলার।

বামফ্রন্ট সরকার জনগণের সমস্ত সংগঠনের সক্রিয় সহযোগিতায় নতুন পশ্চিমবাংলা গড়ে তোলার লক্ষ্যে এগিয়ে চলতে চান। এই সরকার একান্তভাবেই বিশ্বাস করেন জনগণই শক্তির উৎস।

পশ্চিমবঙ্গ সরকার

মুর্শিদাবাদ জেলা তথ্য অফিস হইতে প্রকাশিত

Godrej

"The quality is never an accident,
But it is always the result of an important efforts"

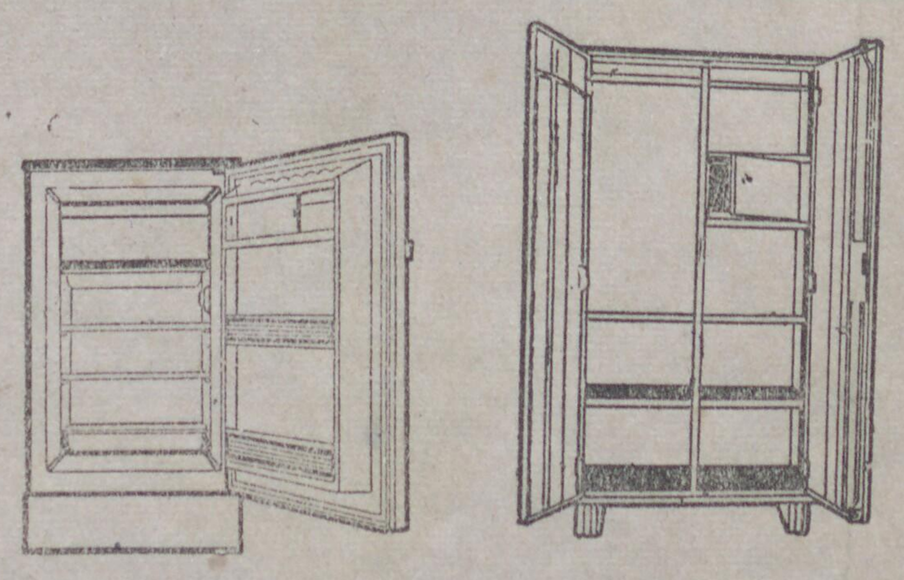

উক্তিটির সার্থক রূপকার গোদরেজ। গোদরেজের ষ্টীল আলমারী, অফিস আসবাব এবং রেফ্রিজেরেটর ও টাইপরাইটার এখন ষ্টীলজগতের এক এবং অনন্য। আপনার মনের মত সেরা জিনিসটি আপনি পছন্দ করে নিয়ে যান আমাদের শো-রুম থেকে।

★ এক এবং অনন্য পরিবেশক—

মেঃ ভকত ভাই প্রাঃ লিঃ
বোলপুর ★ বীরভূম
পিন : ৭৩১২০৪
ফোন নং ২৪১

রঘুনাথগঞ্জ (পিন—৭৪২২২৫) পণ্ডিত-প্রেস হইতে অরুত্তম পণ্ডিত কর্তৃক সম্পাদিত, মুদ্রিত ও প্রকাশিত।